“৪৪ উপায়ে জিহাদ করুন”

আনোয়ার আল আওলাকি (রাহিমাহুল্লাহ)

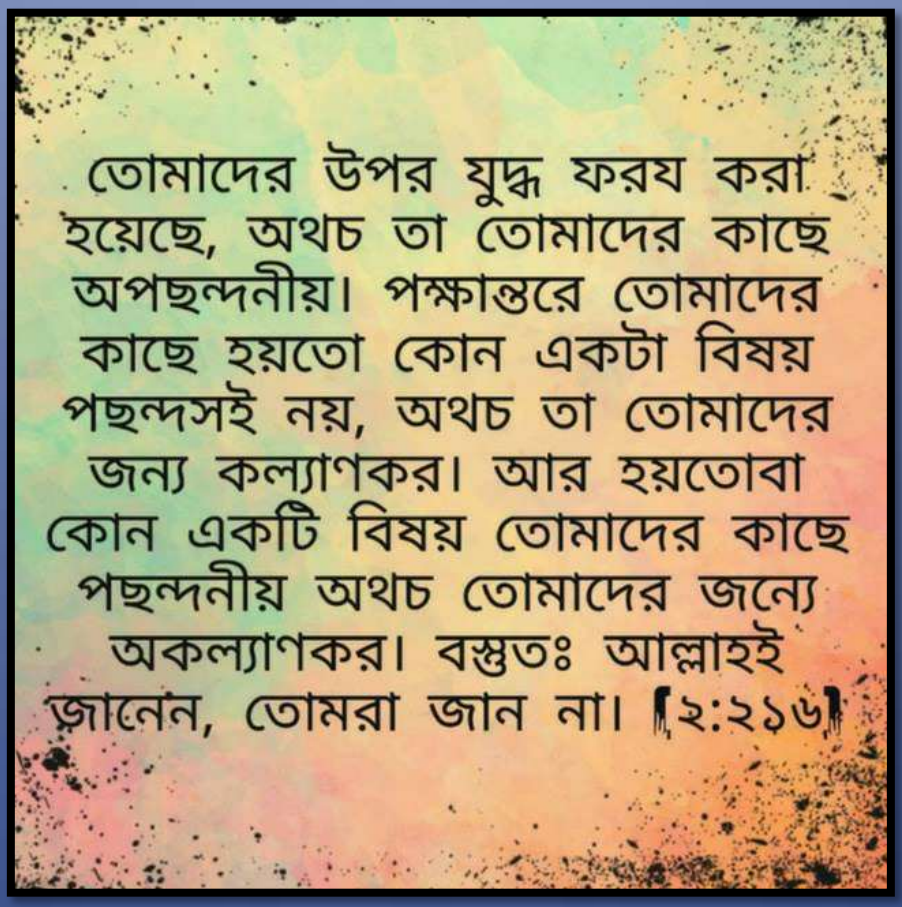
তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা
হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে
অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের
কাছে হয়তো কোন একটা বিষয়
পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের
জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা
কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে
পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে
অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই
জানেন, তোমরা জান না। [২:২১৬]

সৌজন্যে: ফি_সাবিলিল্লাহ_ইন_শাম (টেলিগ্রাম চ্যানেল)

----------কিছু কথা----------

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি উভয় জগতের প্রতিপালক। দুরুদ ও সালাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, যিনি নবী-রাসূলগণের সর্দার। রহমত বর্ষিত হোক তার পরিবার পরিজনদের উপর ও তার সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) এর উপর।

জিহাদ শরীয়তের এমন এক সুস্পষ্ট বিধান, যার জন্য আল্লাহ তাআলা **ছয় শতের** বেশী আয়াত অবতীর্ণ করে দিয়েছেন। জিহাদে বের না হলে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে তাও স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। মহানবী (স.) জিহাদের ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। যার মধ্যে জিহাদের গুরুত্ব, ফাযায়িল, মাসাইল ও জিহাদ পরিত্যাগের পরিণতি স্বচ্ছভাবে ফুটে উঠেছে। এক হাদীসে রাসূল (স.) ইরশাদ করেছেন "এমন একটি সময় আসবে, যখন তোমাদের (মুসলমানদের) মূলউৎপাটন করার জন্য কাফেররা একে অপরকে ডাকতে থাকবে। যেভাবে কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাবারের প্লেটের দিকে ডাকা হয়।" রাসূলের এই বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আজ সারা বিশ্বের কুফরী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের উপর ঝাপিয়ে পড়েছে। আজ মুসলমানরা নির্যাতিত নিষ্পেষিত মুসলমানদের রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে আজ মুসলিম জনপদ গুলোতে। নির্যাতিতা মা – বোনদের আত্মচিৎকারে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে আসছে। তবে কেন মুসলমানরা এত মুসীবতের শিকার এবং তা থেকে মুক্তির উপায় কী?

প্রিয় নবী (সাঃ) এর কারণ ও তা থেকে পরিত্রাণের উপকরণও বাতিয়ে দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন - "যখন তোমরা জিহাদকে পরিত্যাগ করবে, তখন তোমাদের উপর লাঞ্চনা চাপিয়ে দেয়া হবে, যতক্ষণ না তোমরা ফিরে আসবে তোমাদের দ্বীন তথা জিহাদের প্রতি।" এ বাণী থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এই নির্যাতন-নিপিড়ন ও লাঞ্চনা – গঞ্জনার কারণ জিহাদ পরিত্যাগ করা। আর এর প্রতিকার জিহাদকে আকড়ে ধরা। সুতরাং জিহাদ ছাড়া এ পরিস্থিতি থেকে মুক্তির বিকল্প কোন পথ নেই।

আর তাই যেই ভাই ও বোনেরা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ করতে চান তাদের জন্য আমাদের এই ছোট প্রচেষ্টা। আমরা আমাদের প্রিয় শেখ আনোয়ার আল আওলাকী (রহ:) এর ইংরেজি বই থেকে বাংলাভাষী ভাই ও বোনদের জন্য তার একটি বই বাংলায় অনুবাদ করেছি।

বইটি অনুবাদ ও পিডিএফ বই করার ক্ষেত্রে যেই ভাই ও বোনেরা সাহায্য করেছেন , আল্লাহ আপনাদের এর বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান দিবেন বি-ইদনিল্লাহ।

বইটি নিজে পড়ুন এবং অন্যান্য ভাই ও বোনদের সাথে শেয়ার করুন।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে মৃত্যুর আগে তার রাস্তায় কাজ করে তাকে সন্তুষ্ট করে শহীদ হওয়ার তৌফিক দান করুন।

আমীন ইয়া রব।

ফি_সাবিলিল্লাহ_ইন_শাম (টেলিগ্রাম চ্যানেল) **১০/২৬/২০২০ইং**

বিশেষ দোয়া (শাহাদাতের মৃত্যু /ঈমানে সাহিত মৃত্যু)

আমীরুল মূমীনীন হযরত ওমর(রাঃ)-এর দুয়া:

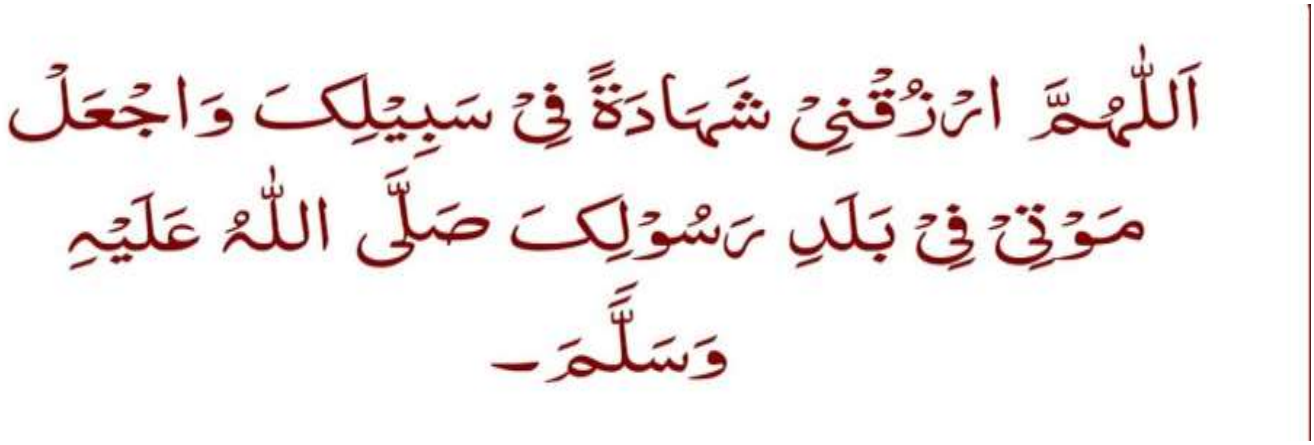

(আল্লাহুম্মারযুকনি শাহাদাতান ফি সাবিলিক, ওয়ায'আল মাওতি ফি বালাদি রাসুলিক)

... "হে আল্লাহ, আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দিন এবং মৃত্যু রাসূল (স:) এর শহরে দিন।" (সহীহ বুখারী: ১৮৯০)

তিনি এই দোয়াটি করছিলেন কা'বা শরীফ তাওয়াফ কালীন । এবং সাথে ছিলেন উম্মূল মূমীনীন হযরত হাফসা (রা:)। তিনি ওমর (রা:) এই দোয়া শুনে তিনি অবাক হন, এবং ওমর (রা:) কে জিজ্ঞাসা বললেন, আপনি এই কেমন দোয়া করছেন? এটা কিভাবে সম্ভব যে আপনি একই সাথে শাহাদাতও চাইছেন এবং চাইছেন রাসূল (স:) এর শহরেই মৃত্যু? তিনি উত্তর দিলেন যার কাছে চাইছি তাঁর জন্য এটা অসম্ভব নয়। আল্লাহপাক উনার দোয়া কবুল করেছিল।

সূচিপত্র

১) সহিহ নিয়ত থাকা.....৬
২) আল্লাহ'র নিকট আপনার জন্য শাহাদাত প্রার্থনা করা..... .....৭
৩) আপনার মাল –সম্পদ দিয়ে জিহাদ করা.....৮
৪) মুজাহিদীনদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা ৮
৫) একজন মুজাহিদ কে স্পন্সর বা মাল সম্পদ তার জন্য খরচ করা.....৯
৬) মুজাহিদ ভাইদের পরিবারের দেখভাল করা.....৯-১০
৭) শহীদদের পরিবারের দেখভাল বা স্পন্সর করা.....১০-১১
৮) যুদ্ধ বন্দীদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা বা স্পন্সর করা.....১১
৯) মুজাহিদীনদের আপনার যাকাত প্রদান করুন.....১২
১০) মুজাহিদীনদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য কাজ করা.....১৩
১১) মুজাহিদীনদের নৈতিক সমর্থন ও উৎসাহ প্রদান করা.....১৩-১৪
১২) মুজাহিদিনদের রক্ষা করা এবং তাদের পক্ষে দাঁড়ানো.....১৪
১৩) পশ্চিমা মিডিয়ার মিথ্যার বিরুদ্ধে লড়াই করা.....১৪-১৫
১৪. মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করা.....১৫-১৬
১৫. অন্যদের জিহাদ করার জন্য উত্সাহিত করা.....১৬
১৬. মুজাহিদীনদের রক্ষা করা এবং তাদের গোপনীয় বিষয়াদি সংরক্ষণ করা.....১৭
১৭. মুজাহিদ ভাইদের জন্য দোয়া করা.....১৮
১৮. জিহাদের সংবাদ সংগ্রহ করা এবং তা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া.....১৮-১৯
১৯. মুজাহিদীনগণ এবং তাদের আলেমদের লেখা ছড়িয়ে দেওয়া.....১৯-২০
২০. মুজাহিদ ভাইদের সমর্থন করে ফতোয়া জারি করা.....২১
২১. আলেম বা শেখ , ইমামদের সাথে মুজাহিদ ভাইদের খবর শেয়ার করা.....২১-২২
২২. শারীরিক সুস্থতা.....২২-২৩
২৩. অস্ত্র প্রশিক্ষণ.....২৩

২৪. প্রাথমিক চিকিত্সা প্রশিক্ষণ শিখা.....২৪
২৫. জিহাদের ফিকহ শেখা.....২৪
২৬. মুজাহিদ ভাইদের রক্ষা করা এবং তাদের সহায়তা দেওয়া.....২৫
২৭ . আল-ওয়ালা ও আল-বারা আক্বীদার বিকাশ ঘটানো.....২৬-২৭
২৮. কারাগারে বন্দি মুসলিম ভাই ও বোনদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পরিপূর্ণ করা.....২৭
২৯. ইন্টারনেট এর মাধ্যমে জিহাদ.....২৭-২৮
৩০. আমাদের সন্তানদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন তারা জিহাদ এবং
মুজাহিদদের ভালোবাসে.....২৮-৩০
৩১. বিলাসিতা জীবন থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করা ৩০
৩২. বিভিন্ন দক্ষতা শেখা যা মুজাহিদ ভাইদের কাজে আসতে পারে.....৩১
৩৩. যেই সব দল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর জন্য কাজ করে তাদের সাথে যোগ দেওয়া ৩১-৩২
৩৪. আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি.....৩২
৩৫. অন্যদের সত্য ভালো আলেমদের পথে পথ প্রদর্শন করা.....৩২-৩৩
৩৬. হিজরত করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া.....৩৩-৩৪
৩৭. মুজাহিদ ভাইদের ভালো, উপকারী পরামর্শ দেওয়া.....৩৪
৩৮. ফিতান এর হাদীস পড়া বা গবেষণা করা.....৩৪-৩৫
৩৯. ফেরাউন ও তার যাদুকরদের মুখোশ উন্মোচন করে দেওয়া.....৩৬
৪০. নাশীদ.....৩৬-৩৭
৪১. ইসলামের শত্রুদের অর্থনীতি বয়কট করা ৩৭
৪২. আরবি ভাষা শিখা.....৩৭
৪৩. জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর বই, লেকচার , সাহিত্য অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করা.....৩৮
৪৪. আল তাই ‘ফাহ আল মনসুরার বৈশিষ্ট্য, গুন সম্পর্কে অন্যদের শিক্ষা দেওয়া.....৩৮-৪০

১) *সহিহ নিয়ত থাকা:*

আপনাকে অবশ্যই মুজাহিদ হিসেবে যোগদানের নিয়ত করতে হবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে মারা গেলো এবং জিহাদ করলো না অথবা অন্তরে জিহাদের ইচ্ছাও পোষণ করলো না, সে মুনাফিক এর একটি শাখার উপর মারা গেলো।" (মুসলিম)

কোনও ব্যক্তির নিয়ত সত্য কি না তার প্রমাণ হলো যে তারা জিহাদের প্রস্তুতি নিচ্ছে কি না। আল্লাহ বলেছেন: "আর যদি তারা বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তবে তারা তার জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করত" (৯:৪৬)

আবু কুদামাহ সহ আরও স্কলারদের বিবৃতি অনুসারে "জিহাদ আল দাফি" (প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ) এর শর্ত *পাঁচটিঃ*

১. ইসলাম, ২.বয়ঃসন্ধি, ৩.মানুসিক সুস্থতা, ৪ .আর্থিক সামর্থ্য থাকা এবং ৫. শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হওয়া।

যদি কারও আর্থিক সামর্থ্য না থাকে এবং তাকে আর্থিক সাহায্য করবে এমন কাউকে খুঁজে না পায় অথবা কেউ কোনও অসুস্থতায় ভুগছেন অথবা এমন কোন অক্ষমতা যা তাকে জিহাদ থেকে অব্যহতি দেয়, তবে এই জাতীয় ব্যক্তির প্রকৃত নিয়তের নিদর্শন হলো যে সে জিহাদ থেকে মুক্ত হওয়ার কারনে দুঃখী কি না।

যাদের তাবুকের যুদ্ধে যোগদান করার সামর্থ্য ছিলোনা, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়া'লা বলেনঃ "আর তাদের উপরও কোন দোষ নেই, যারা তোমার কাছে আসে, যাতে তুমি তাদের বাহন জোগাতে পার। তুমি বললে, 'আমি তোমাদেরকে বহন করানোর জন্য কিছু পাচ্ছি না, তখন তারা ফিরে গেল, তাদের চোখ অশ্রুতে ভেসে যাওয়া অবস্থায়, এ দুঃখে যে, তারা পাচ্ছে না এমন কিছু যা তারা ব্যয় করবে।।"(৯ঃ৯২)

২) আল্লাহ'র নিকট আপনার জন্য শাহাদাত প্রার্থনা করা;

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ'র কাছে শাহাদাত কামনা করে, আল্লাহ তাকে শহীদের সম্মানে অধিষ্ঠিত করবেন যদিও সে নিজ শয্যায় মৃত্যুবরন করেন।" (মুসলিম)

আল্লাহ'র কাছে শহীদ হিসেবে মৃত্যু চাইলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন, কারন তিঁনি দেখেন যে আপনি তাঁর জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করতে চাইছেন। তবে আপনাকে সতর্ক হতে হবে যে, কেবল মুখে বললেই তা হবেনা। যেই ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই শাহাদাত চায়, সে জিহাদের ডাক শোনা মাত্রই তাতে সাড়া দিবে এবং আগ্রহের সাথে আল্লাহ'র পথে মৃত্যুর জন্য সুযোগ খুঁজবে। আল্লাহ'র শত্রুরা যেই কারণে আজ মুসলিমদের পরাজিত করছে এবং সফলতার সাথে তাদের ভূমিসমূহ নিজেদের দখলে নিতে পারছে তা হলো মুসলিমরা আজ নিজেদের অন্তর থেকে শাহাদাতের প্রতি ভালোবাসা হারিয়ে ফেলেছে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেছেন, "বিভিন্ন কাফের গোষ্ঠি তোমাদের এমন ভাবে আক্রমন করবে যেভাবে খাবারের পাত্র থেকে খাওয়া হয়। তখন একজন সাহাবী বললেন, "আমাদের সংখ্যাস্বল্পতার কারণে কি সেদিন এমন দুরবস্থা হবে?" তিনি বললেন, "না, বরং সেদিন সংখ্যায় তোমরা অগনিত হবে, অনেকটা সমুদ্রের পানির ফেনার মতো। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের প্রতি ভয়-ভীতি তুলে নিবেন। আর তোমাদের অন্তরে 'ওয়াহান' নিক্ষেপ করবেন। "সাহাবীরা বললেন, "হে রাসূলুল্লাহ ওয়াহান কী?" তিঁনি বললেন, "দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে ভয় করা।" [আবু দাউদ]

শাহাদাতের প্রতি আমাদের ভালোবাসা পুনরুজ্জীবিত করতে হবে কারন আল্লাহ'র শত্রুরা 'শাহাদাতের প্রতি আমাদের ভালোবাসা'-র চেয়ে অন্য কোন কিছুকেই এতো বেশি ভয় পায়না।

৩) আপনার মাল-সম্পদ দিয়ে জিহাদ করা:

একটি আয়াত ছাড়া প্রতিটি আয়াতেই স্বশরীরে জিহাদের আগে মাল সম্পদ দিয়ে জিহাদ করার কথা বলা হয়েছে। মাল সম্পদের মাধ্যমে জিহাদের গুরুত্বের দিক টা আমাদের দেখতে হবে কারন, এর উপরেই জিহাদ অনেকটা নির্ভরশীল। অন্যভাবে বলতে গেলে, মাল সম্পদ নেই তো জিহাদ ও নেই এবং জিহাদের জন্য প্রচুর পরিমান মাল সম্পদ এর প্রয়োজন।

আল কুরতুবি তার তাফসীরে বলেছেনঃ "সাদাকাহ এর ক্ষেত্রে ব্যয় করা অর্থের পুরস্কার দশ গুন পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, কিন্তু জিহাদের ক্ষেত্রে ব্যয় করা মাল সম্পদ ৭০০ গুন পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেনঃ" যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা উৎপন্ন করল সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ' দানা। আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।।" [২ঃ ২৬১]

সম্ভবত জিহাদের জন্য পশ্চিমা (ইউরোপ, আমেরিকা) মুসলমানরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে তাদের মাল সম্পদ জিহাদ এর জন্য খরচ করে, যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে মুজাহিদীনদের জন্য লোকবলের চেয়ে অর্থের বেশি প্রয়োজন। যেমন-শেখ আব্দুল্লাহ আযযাম বলেছেনঃ " আল্লাহ'র সৈনিকদের জন্য জিহাদ জরুরি এবং জিহাদের জন্য মাল সম্পদ জরুরি।"

৪) মুজাহিদীনদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা:

উপরন্তু, নিজের পকেটে থেকে আল্লাহর রাস্তায় মাল সম্পদ খরচ করার পাশাপাশি আপনার অন্যকেও আল্লাহর রাস্তায় মাল সম্পদ খরচ করতে উৎসাহিত করা উচিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে অন্যকে একটি সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করলো, তারা তা করলে সে তাদের সমান পুরষ্কার পাবে।"

মুজাহিদীনদের জন্য অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে আপনি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর একটি সুন্নাতও পূরণ করছেন যা তিনি যুদ্ধে যাওয়ার আগে প্রায়শই করতেন।

৫) একজন মুজাহিদ কে স্পন্সর বা মাল সম্পদ তার জন্য খরচ করা:

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোন যোদ্ধাকে প্রস্তুত করে দিলো সে যেনো নিজেও লড়াই করলো।" (মাজমা'আল যাওয়া'ইদ)

এতে মুজাহিদদের ভ্রমণের ব্যয় সহ সমস্ত ব্যয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি ধনী এবং দরিদ্রদের জিহাদের পুরস্কার লাভের একটি চমৎকার সুযোগ, দরিদ্ররা জিহাদের মাধ্যমে এবং ধনীরা তাদের মাল সম্পদ খরচ করার মাধ্যমে।

৬) মুজাহিদ ভাইদের পরিবারের দেখভাল করাঃ

মুজাহিদদের পরিবারকে রক্ষা করা, তাদের প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রাখা, আর্থিক সহায়তা প্রদান করা এবং তাদের সম্মান রক্ষার মাধ্যমে তাদের দেখাশোনা করা যেতে পারে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ''তোমাদের মধ্যে যে কেউ একজন মুজাহিদের পরিবার ও সম্পদের যত্ন নেবে সে মুজাহিদদের সওয়াব বা প্রতিদানের অর্ধেক পাবে। (মুসলিম)''

"· কোন মুজাহিদের স্ত্রীর সম্মান রক্ষার প্রতি কারো দায়িত্বরত থাকা, তাদের মায়ের সম্মান রক্ষার প্রতি দায়িত্ব রত থাকার সমান। কেউ যদি কোন মুজাহিদের স্ত্রীর দেখাশুনার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং পরবর্তীতে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহলে বিচার দিবসে সেই মুজাহিদ কে বলা হবে যে এই ব্যক্তি তোমার সাথে বিশ্বাসঘতকতা করেছে, সুতরাং তার ভালো কাজের অংশ থেকে যা ইচ্ছা নিয়ে নাও। তখন সে তার পছন্দমতো হাসানাত নিয়ে নিবে। "(মুসলিম)

·" যে নিজে লড়াই করেনা , অথবা কোন মুজাহিদকে জিহাদ এর জন্য প্রস্তুতও করেনা, বা কোন মুজাহিদের পরিবারের দেখাশুনাও করেনা, মৃত্যুর আগে সে কোন না কোন বিপর্যয়ের শিকার হবে। "(আবু দাউদ)

যদি কোন ব্যক্তি নিজের পরিবারের নিরাপত্তার ব্যাপারে ভীত হন, তখন শয়তান এই সুযোগ নিয়ে সেই ব্যক্তির জিহাদে যাওয়ার পথে বাঁধা দিতে পারে। এমনকি এই রকম কেউ যদি শয়তানের প্ররোচনাকে অমান্য ও করে এবং জিহাদে যায়, তখন শয়তান তার কাছে এসে তাকে তার পিছনে ফেলে আসা পরিবারের ব্যাপারে ওয়াসওয়াসার মাধ্যমে তার অন্তরকে দুর্বল করে দিতে পারে তার ভালোবাসার মানুষদের কথা মনে করিয়ে দিয়ে । সুতরাং , মুজাহিদদের পরিবারের দেখাশুনা করা তাদের মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এজন্যই মুজাহিদদের পরিবার ও সম্পদের দেখাশুনার দায়িত্ব নেয়ার প্রতি ইসলামে বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করা হয়েছে।

৭) শহীদদের পরিবারের দেখভাল বা স্পন্সর করাঃ

একজন শহীদ ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে লড়াই করেছেন। তিনি আমার ও আপনার জন্য তার নিজের মূল্যবান জীবন দিয়েছেন । সুতরাং, সেই শহীদের পরিবারকে সম্মান করা এবং খেদমত করা আমাদের জ ন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

জাফর বিন আবু তালিব যখন মু'তার যুদ্ধে শহীদ হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের বললেন , "জাফরের পরিবারের জন্য খাবার প্র স্তুত করো, কারন তারা তাদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন" এবং তিনি জাফরের বাড়িতে গিয়েছিলেন। "(আবু দাউদ এবং তিরমীজি)

ইমাম আহমাদ বর্ননা করেছেনঃ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাফর বিন আবু তালিবের শাহাদাতের সংবাদ শুনার পর তার বাড়িতে গেলেন এবং জাফরের স্ত্রী কে বললেন তাদের সন্তানদের নিয়ে আসতে । তারা আসার পর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিতে লাগলেন যখন তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল । জাফরের স্ত্রী আসমা বললেন- আমি জিজ্ঞেস করলাম "ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু কি হয়েছে?" তিনি বললেন "হ্যাঁ, জাফর আজ নিহত হয়েছে।" আসমা বললেন "একথা শুনার পর আমি কান্নাকাটি ও বিলাপ করতে লাগলাম। "। তারপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বের হয়ে গেলেন এবং তাঁর

স্ত্রীদের বললেন " জাফরের পরিবারের জন্য খাবার প্রস্তুত করতে ভুলোনা, কারন তারা আজ চেতনাহীন।"

শহীদদের সন্তানদের উম্মতের পুরুষদের মধ্যে তাদের পিতার যত্ন খুঁজে পেতে হবে।

শহীদের স্ত্রীদের তাদের ইচ্ছানুযায়ী পুনরায় বিবাহের সুযোগ দেয়া উচিত । এর জন্য দু'টি সামাজিক পরিবর্তন জরুরী।

প্রথমঃ তালাকপ্রাপ্তা এবং বিধবা নারী বিবাহের ব্যাপারে মুসলিম সমাজের নেতিবাচত দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমানে পুরুষেরা তালাকপ্রাপ্তা এবং বিধবা নারীদের এড়িয়ে চলে। তালাকপ্রাপ্তা এবং বিধবা বোনদের উপর থাকা এই দুর্নাম কাটিয়ে উঠতে হবে।

দ্বিতীয় : মুসলিম সমাজ আজ বহুবিবাহের প্রতি অত্যন্ত অসহিষ্ণু – বিশেষত যুদ্ধের সময় যা একটি সামাজিক প্রয়োজনীয়তা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং লক্ষ লক্ষ মুসলিম বোনদেরকে বিবাহের আশির্বাদ থেকে বঞ্চিত করা কি অন্যায় নয়?

সাহাবাদের সময় কোনও মহিলাই স্বামীহীন থাকত না - এমন একজন সঙ্গী যে তার মানুসিক, শারিরীক এবং আর্থিক প্রয়োজনীয়তার দায়িত্ব নিবে। জাফর মারা যাওয়ার পর আবু বকর তার স্ত্রীকে বিবাহ করেন এবং তার সন্তানদের দায়িত্ব নেন।

৮) যুদ্ধ বন্দীদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা বা স্পন্সর করাঃ

একজন বন্দীর পরিবারের যত্ন নেওয়ার পুরস্কার একজন মুজাহিদের পরিবারের যত্ন নেওয়ার সমান।এ জাতীয় কাজ পরিচালনার মাধ্যম এমন নিয়ম গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাতে ভবিষ্যতে যখন আমাদের ভাইয়েরা আল্লাহর পথে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বের হবে তারা যেনো জানতে পারে যে তারা নিহত হলে বা তাদের বন্দী করে নিলে তাদের পরিবারের যত্ন নেওয়া হবে।

৯) মুজাহিদীনদের আপনার যাকাত প্রদান করুন:

যাকাত বিতরন আটটি বিভাগে সীমাবদ্ধঃ

"নিশ্চয় সদাকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের (ইসলাম এর জন্য) অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বণ্টন করা যায়) দাস আযাদ বা মুক্ত করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে । এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী , প্রজ্ঞাময়।" [৯ঃ৬০]

আল্লাহর পথে "ফী সাবিলিল্লাহ" বলতে মুজাহিদীনদের বোঝায় । মালেকী ফকীহ আবু বকর বিন আল আরবী বর্ণনা করেছেন : "মালিক বলেছেন: " আল্লাহর পথ অনেক ধরনের রয়েছে , কিন্তু এ নিয়ে কোন মতপার্থক্য নেই যে এখানে (এই আয়াতের মধ্যে) 'আল্লাহর পথ ' বলতে লড়াইকে (জিহাদ) বোঝানো হয়েছে।

ইমাম আল নওয়াবী যাকাত ব্যয়ের ব্যাপারে বলতে গিয়ে আল মিনহাজে বর্ণনা করেছেনঃ

"আল্লাহর পথের সৈনিককে তার যাবতীয় খরচ দেয়া হয় এবং তার পরিবারের যাবতীয় খরচও দেয়া হয় সে যাওয়ার পর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত, এমনকি সে যদি দীর্ঘ সময়ও অনুপস্থিত থাকে।"

বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিমই মুজাহিদীনদের যাকাত দেয় না। তারা যদি নিজেদের শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্ত রাখতো তাহলে তারা বুঝতো যে এখনকার যুগে তাদের যাকাত দানের উত্তম পন্থা বা রাস্তা হলো তা মুজাহিদীনিদের দেয়া। কারন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "পাঁচটি পরিস্থিতি ব্যাতীত সম্পদশালী ব্যক্তিদের যাকাত দেয়া যায় না। " রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তার মধ্যে একটি হলো- "আল্লাহর পথে যোদ্ধা"। [আবু দাউদ]

এখন যদি মুজাহিদীনরা ধনী হলেও তাদের যাকাত দেয়া যায়, তখন তাদের ব্যাপারে কি হবে যখন যাকাতের আটটি শ্রেণীর মধ্যে **চারটিতেই মুজাহিদীনরা রয়েছে? - তারা দরিদ্র, তারা অভাবগ্রস্ত, তারা মুসাফির এবং একমাত্র তারাই আল্লাহর পথে রয়েছেন!**

সুতরাং আপনারা মুজাহিদীনদের যাকাত প্রদান করুন এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করুন।

১০) মুজাহিদীনদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য কাজ করাঃ

মুজাহিদীনদের জন্য চিকিৎসা সহায়তার খুবই প্রয়োজন যতটুকু তাদের দেওয়া সম্ভব। তাদের চিকিৎসক, হাসপাতাল এবং ক্লিনিক প্রয়োজন যা তাদের জন্য সাহায্যের দরজা খুলে দিবে এবং তাদের প্রয়োজন ঔষধ।

শত শত, হাজার হাজার মুসলিম চিকিৎসক রয়েছেন, তবুও আমরা অনেক আহত মুজাহিদের গল্প শুনি যারা সামান্য আহত হয়েছেন এবং চিকিৎসা সেবা না থাকার কারনে প্রচন্ড যন্ত্রনায় ভুগতে ভুগতে মারা গেছেন। যেসব মুসলিমরা চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে পড়েছেন এবং এই দাবি করেন যে তারা তা করছেন আল্লাহর জন্য এবং মুসলিম উম্মাহর সুবিধার জন্য, তাদের কাছে আমাদের প্রশ্নঃ "আপনারা কোথায়?? "কথিত আছে যে চেসনিয়ার মহান মুজাহিদদের কমান্ডার খাত্তাব একটি যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন এবং তার ভাইয়েরা তার চিকিৎসার জন্য কোন মুসলিম চিকিৎসক খুঁজে পায়নি। সেই কারনে তাকে "রেড ক্রস" এ নিয়ে গান পয়েন্টে থাকা অবস্থায় তার চিকিৎসা করানো হয়েছে।

মুসলিম স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের একটি মহান দায়িত্ব রয়েছে এবং জিহাদে তাদের অবদান অপরিহার্য। এমনকি তাদের পুরষ্কার যোদ্ধাদের তুলনায় আরও বেশি হতে পারে।

১১) মুজাহিদীনদের নৈতিক সমর্থন ও উৎসাহ প্রদান করা:

মুজাহিদীনরা যখন শোনেন যে ইমাম তাদের জন্য দুয়া করছেন, আলেম শেখ তাদের পক্ষে ফতোয়া দিচ্ছেন এবং মুসলিম জনগন তাদের প্রশংসা করছেন- তা তাদের জিহাদ এর ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি করে এবং জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার শক্তি প্রদান করেন। তবে, আমরা দেখতে পেয়েছি অনেক মুসলিম ভাইয়েরা মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে কথা বলে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

আমরা দেখি যে অনেক আলেমগন মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে মুরতাদ সরকারের পক্ষে ফতোয়া দেয়। মুজাহিদীনদের উপর এই ধরনের বিশ্বাসঘাতকতার যে ক্ষতিকারক প্রভাব রয়েছে, তা ছোট করে দেখার কোন সুযোগ নেই।

১২) মুজাহিদিনদের রক্ষা করা এবং তাদের পক্ষে দাঁড়ানো:

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "যেই ব্যক্তি তার ভাইয়ের মর্যাদা রক্ষা করে , আল্লাহ তায়ালা বিচার দিবসে সেই ব্যক্তির মুখমন্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।

"(তিরমিজী)

তিনি আরও বলেন, "যে কোনও ব্যক্তি যদি এমন কোনও মুসলমানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন যার পবিত্রতা , সম্মান লঙ্ঘিত হচ্ছে এবং সুনাম নষ্ট হচ্ছে , সেই ব্যক্তির প্রয়োজনের সময় আল্লাহ তায়ালাও তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন এবং যে কোনও ব্যক্তি যদি এমন কোন মুসলমানকে নিরাপত্তা দেন যার পবিত্রতা লঙ্ঘিত হচ্ছে এবং সুনাম নষ্ট হচ্ছে, আল্লাহ তাকে সহায়তা করবেন যখন তার সাহায্যের প্রয়োজন হবে।" (আবু দাউদ)

যারা আমাদের এবং আমাদের ধর্ম কে রক্ষা করছে, তাদের পক্ষে দাঁড়ানো আমাদের ইসলামিক দায়িত্ব। নিয়ম অনুযায়ী, ইসলামে কখনোই কথায় বা কাজে আমাদের ভাইদের বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত নয় বিশেষত তাদের , যারা ইসলামের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের কখনোই কথায় এবং কাজে অবিশ্বাসীদের সাথে থাকা উচিত নয় যারা আমাদের সবচেয়ে প্রিয় আল্লাহ'র (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) শত্রু। এবং কেউ যদি সত্য বলতে না পারে তাহলে সে যেনো চুপ থাকে।

১৩) পশ্চিমা মিডিয়ার মিথ্যার বিরুদ্ধে লড়াই করা:

অনেক মুসলিমদের ধারণা পশ্চিমা মিডয়ার মাধ্যমে গঠিত হয়।

আল্লাহ বলেছেন ,হে ঈমানদারগণ , যদি কোন ফাসিক তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও। এ আশঙ্কায় যে , তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন কওমকে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে। [৪৯ঃ৬]

সুতরাং যখন এসব খবর কোন ফাসিক থেকে নয় বরং কাফিরের থেকে আসছে তখন কি হবে? পশ্চিমা মিডিয়া বিপত্তির মূল সত্যতা এই যে এটা সত্য এবং বাস্তবধর্মীতার মুখশ পড়ে থাকে, যখন বাস্তবে তা শয়তানের মুখপাত্র ছাড়া আর কিছুই না।

১৪. মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করা:

মুনাফিকরা নবীর সময় মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি বিরাট বিপদের প্রতিনিধিত্ব করেছিল এবং তারা এখনও বিপদের কারণ।

আল্লাহর রাসূল তাদের মিথ্যা প্রকাশ করে তাদের সাথে লড়াই করতেন । যদি যুদ্ধ হয়কুফরের সাথে মূলত তরোয়াল এর যুদ্ধ , মুনাফিকদের বিরুদ্ধে লড়াই ছিল মূলত শব্দের যুদ্ধ বা সত্য কথা প্রকাশ করে দিয়ে। মুনাফিকরা যেহেতু তাদের বিষাক্ত কথা ছড়িয়ে দেয় ধর্মের পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে ,তাদের সাথে লড়াই করার উপায় হ'ল সত্য প্রকাশ করা এবং তাদের মিথ্যা প্রকাশ করা তাদের বিরুদ্ধে আপনার অস্ত্র হ'ল কুরআন ও সুন্নাহ। এই মুনাফিকদের কিছু খুব আকর্ষণীয় হতে পারে । তারা খুব চিত্তাকর্ষক হতে পারে, কিন্তুতারা জাল বা নকল।

আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন:আর যখন তুমি তাদের প্রতি তাকিয়ে দেখবে তখন তাদের শরীর তোমাকে মুগ্ধ করবে। আর যদি তারা কথা বলে তুমি তাদের কথা (আগ্রহ নিয়ে) শুনবে। তারা দেয়ালে ঠেস দেয়া কাঠের মতই। তারা মনে করে প্রতিটি আওয়াজই তাদের বিরুদ্ধে। এরাই শত্রু, অতএব এদের সম্পর্কে সতর্ক হও। আল্লাহ এদেরকে ধ্বংস করুন। তারা কিভাবে সত্য থেকে ফিরে যাচ্ছে।[৬৩:৪]

ভুয়া বা নকল আলেম , শেখ এবং বিচ্যুত মতাদর্শগুলি সবার সামনে তুলে ধরতে হবে যেন মানুষ এই মুনাফিকদের চিনতে পারে।অন্যকে ভালো কাজের দিকে উত্সাহিত করা একটি ভালো ইবাদত এর

মত, যেহেতু এটি সৎকাজের প্রতি আহ্বান এবং মন্দ কাজের প্রতি নিষেধ করা এর মধ্যে পড়ে। এ ছাড়াও, অন্যদের জিহাদের প্রতি উত্সাহিত করা আমাদের জন্য এমন এক ইবাদতের কাজ যা আমাদেরকে বিশেষভাবে করতে বলা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন: হে নবী, তুমি মুমিনদেরকে লড়াইয়ে উৎসাহ দাও, যদি তোমাদের মধ্য থেকে বিশজন ধৈর্যশীল থাকে, তারা দু' শ জনকে পরাস্ত করবে, আর যদি তোমাদের মধ্যে একশ' জন থাকে, তারা কাফিরদের এক হাজার জনকে পরাস্ত করবে। কারণ, তারা (কাফিররা) এমন কওম যারা বুঝে না।[৮:৬৫]

আল্লাহ আরো বলেন:অতএব তুমি আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কর। তুমি শুধু তোমার নিজের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং মুমিনদেরকে উদ্বুদ্ধ কর। আশা করা যায় আল্লাহ অচিরেই কাফিরদের শক্তি প্রতিহত করবেন। আর আল্লাহ শক্তিতে প্রবলতর এবং শাস্তিদানে কঠোরতর।[৪:৮৪]

১৫. অন্যদের জিহাদ করার জন্য উত্সাহিত করা:

অন্যকে ভালো কাজের দিকে উত্সাহিত করা একটি ভালো ইবাদত এর মত, যেহেতু এটি সৎকাজের প্রতি আহ্বান এবং মন্দ কাজের প্রতি নিষেধ করা এর মধ্যে পড়ে। এ ছাড়াও, অন্যদের জিহাদের প্রতি উত্সাহিত করা আমাদের জন্য এমন এক ইবাদতের কাজ যা আমাদেরকে বিশেষভাবে করতে বলা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন : হে নবী, তুমি মুমিনদেরকে লড়াইয়ে উৎসাহ দাও, যদি তোমাদের মধ্য থেকে বিশজন ধৈর্যশীল থাকে, তারা দু' শ জনকে পরাস্ত করবে, আর যদি তোমাদের মধ্যে একশ' জন থাকে, তারা কাফিরদের এক হাজার জনকে পরাস্ত করবে। কারণ, তারা (কাফিররা) এমন কওম যারা বুঝে না। [৮:৬৫]

আল্লাহ আরো বলেন : অতএব তুমি আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কর। তুমি শুধু তোমার নিজের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং মুমিনদেরকে উদ্বুদ্ধ কর। আশা করা যায় আল্লাহ অচিরেই কাফিরদের শক্তি প্রতিহত করবেন। আর আল্লাহ শক্তিতে প্রবলতর এবং শাস্তিদানে কঠোরতর। [৪:৮৪]

১৬. মুজাহিদীনদের রক্ষা করা এবং তাদের গোপনীয় বিষয়াদি সংরক্ষণ করা:

আমাদের মুখ সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত। কখনও কখনও আপনি নিজের অজান্তেই আপনার মুখের কথা দিয়ে মুজাহিদ ভাইদের ক্ষতি করতে পারেন। একজন মুসলমানের গোপনীয়তা রাখতে সক্ষম হওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আমাদের সিরাতুননবী থেকে এমন ঘটনা আছে যেখানে একজন সাহাবী তাঁর স্ত্রীকে তাঁর কাছে বর্ণিত আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে একটি গোপন কথা বলতে অস্বীকার করেছিলেন।

কখনো কখনো আপনার খুব কাছের মানুষ, আপনার স্ত্রী, বাবা মা, সন্তান এবং ভাই এদের কাজ থেকে মুজাহিদ ভাইদের গোপনীয় তথ্য লুকিয়ে রাখতে হবে কারন এরা হয়ত এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অন্য কারো সাথে শেয়ার করে মুজাহিদ ভাইদের ক্ষতি করতে পারে।

একজন মুসলমানের উচিত "বলা দরকার" ভিত্তিতে কাজ করার জন্য যা বলা দরকার তার চেয়ে বেশি না বলা শিখতে হবে।

জিহাদ এর অনেক কাজ স্বভাবতই গোপনীয় এবং গোপন রাখতে হয়। তাই ভাই-বোনেদের উচিত তাদের কথায় খুব যত্নশীল ও সাবধান হওয়া। জিহাদ এর অনেক ক্ষতি হয়েছে অনেক ভালো ভাই ও বোনদের দ্বারা যারা অসাবধানতাবশত গোপন কথা ধরে রাখতে পারেনি।

আল্লাহর শত্রুরা ইসলামিক কাজে অনুপ্রবেশের জন্য মুসলমানদের নিয়োগের চেষ্টা করবে। তারা তাদের এটা বলবে আমরা মুসলমানদের রক্ষার জন্য এটি করছি। তারা তাদের কাজের সার্থে নকল আলেম শেখ দের ব্যবহার করতে পারে যারা তা অনুমোদন দিবে। মুজাহিদীনদের রক্ষায় আপনার ভূমিকার একটি অংশ হ'ল মুসলিম সম্প্রদায়কে সতর্ক করে দেওয়া যে মুসলমানদের উপর অমুসলিমের জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করা কুফরের চেয়ে কম কিছু নয়।

আল্লাহ বলেন: হে মুমিনগণ, ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না।[৫:৫১]

১৭. মুজাহিদ ভাইদের জন্য দোয়া করা:

কখনোই দোয়াকে ছোট করে দেখার কোন সুযোগ নেই ।আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: এই উম্মাহকে বিজয় দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে থাকা দুর্বলদের জন্য, তাদের দোয়ার মাধ্যমে, সালাহ এবং একনিষ্ঠতা এর জন্য।

- সিজদা থাকা অবস্থায় মুজাহিদ ভাইদের জন্য দোয়া করুন কারন তখন আপনি আল্লাহর খুব কাছাকাছি।
- খুবই গুরুত্বপূর্ণ দোয়া যা করা দরকার তা হলো নামাজ এর মধ্যে দোয়া আল কুনূত।
- মসজিদের ইমামদের এই দোয়া করার জন্য উতসাহিত করা বিশেষ করে যখন মুজাহিদ ভাইদের অবস্থা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

এই কাজ আমাদের নবীর সুন্নত।

এক যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে ,মুসলিম বাহিনীর আমির বা কমান্ডার তার সৈনিকদের বললেন মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি (তখনকার যুগের অনেক বড় এক আলেম বা শেখ) কি করছে তা দেখার জন্য, তারা এসে বললো ,আমরা তাকে হাত উঠিয়ে দোয়া করতে দেখেছি।

মুসলিম বাহিনীর আমির বা কমান্ডার বললেন: ঐই হাত দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া আমার কাছে ১০০০ সৈনিক থেকে পছন্দনীয়।

১৮. জিহাদের সংবাদ সংগ্রহ করা এবং তা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।

জিহাদ এবং মুজাহিদ ভাইদের খবর সংগ্রহ করা ,এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ:

- এটি জিহাদের সাথে আপনার সম্পর্ক কে বাঁচিয়ে রাখে।
- এটি উম্মতের সাথে আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করে।

- ·আপনি মুজাহিদীনদের বীরত্বপূর্ণ কাজ দেখলে এটি আপনাকে জিহাদে যোগ দিতে উত্সাহিত করবে। আপনি যখন শহীদদের সাহস ও বীরত্ব দেখবেন তখন শাহাদাতের প্রতি এটি আপনার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলবে।
- যারা মুজাহিদীনদের সংবাদ অনুসরণ করে তারা দেখবে যে আল্লাহ কীভাবে তাঁর বান্দাদের রক্ষা করছেন এবং তাদেরকে বিজয়ের দিকে পরিচালিত করছেন।
- তারা দেখবে যে উম্মাহ কীভাবে ইসলামিক যুগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রাসূলুল্লাহর হাদীসে বর্ণিত "আল তাই 'ফাহ আল মনসুরাহ" এর নেতৃত্বে।
- জিহাদ সম্পর্কিত ইতিহাস বা ফিকহ বই পড়া আপনাকে তথ্য সরবরাহ করবে।
- জিহাদ এর খবর অনুসরণ করলে আপনি জানতে পারবেন আমাদের মুজাহিদ ভাইয়েরা কি করে আমাদের যুগে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ করে যাচ্ছে।

এটি আপনাকে স্পষ্ট, বাস্তব কিছু সরবরাহ করবে।

১৯. মুজাহিদীনগণ এবং তাদের আলেমদের লেখা ছড়িয়ে দেওয়া:

দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা কিছু মুসলমানকে দাবি করতে শুনি যে মুজাহিদীনদের সমর্থনকারী আলেমের অভাব রয়েছে এবং তাদের সুস্পষ্ট কৌশল এর অভাব এবং মুজাহিদরা যা করছে তা স্বতঃস্ফূর্ত এবং প্রতিক্রিয়াশীল।

এ জাতীয় দাবি সত্য থেকে অনেক দূরে। প্রচুর আলেম এবং কৌশলগত চিন্তাবিদ আছে যারা আজ জিহাদের সমর্থক।

প্রধান সমস্যাটি হলো যেহেতু তারা সত্যের দিকে আছে তাই তাদের বেশিরভাগকে মেরে ফেলা হয়, জেলখানায় বন্দী করা হয় বা কোথাও লুকিয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়। তবুও এখনও জিহাদ এর কাজের পক্ষে প্রচুর পরিমাণে উপাদান রয়েছে যা জিহাদ সমর্থন করে এবং এর জন্য কৌশল সরবরাহ করে।

আসলে জিহাদের আলেমদের লিখার মধ্যে শরিয়ার সবচেয়ে গভীরভাবে বদ্ধমূল হওয়ার প্রবণতা রয়েছে কারণ তারা সত্যকে সত্য বলেই সবার সামনে তুলে ধরে। যার অর্থ হলো তাদের কোনও শরিয়া প্রমাণ উপেক্ষা করে শরিয়া মোচড়ানোর বিষয়ে জড়িত হওয়ার দরকার নেই, ইসলামী শাসনতন্ত্র এবং ভিন্ন মতামত খুঁজে কিছু কিছু নকল আলেম যা করে থাকে তা এই জিহাদ এর আলেমরা করে না কারন তারা শুধু আল্লাহকে ভয় করে। মুজাহিদীনদের আলেমরা এটি স্পষ্ট করেন যে তারা আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করেন না এবং যে কাউকে অখুশি করতে প্রস্তুত যদি তা আল্লাহ কে খুশি বা সন্তুষ্ট করে ।তারা কোরআন , হাদীস এবং উম্মাহর আলেম যেমন ইবনে হাজার, আল নাওয়াউই , আল কুরতুবি , ইবনে কাছির , ইবনে তাইমিয়া ও চার ইমামদের থেকে বর্ননা বা উল্লেখ করে থাকে ।তাদের কোন কিছু লুকানো বা গোপন করার মত নেই । এইটা তাদের কাজকে পরিস্কার এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তুলে।

যেহেতু অনেক মিডিয়া ও প্রকাশনা এইসব ভালো জিহাদী আলেম মুজাহিদ ভাইদের লেখা প্রকাশ বা স্পন্সর করতে চায় না তাই যারা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ও মুজাহিদ ভাইদের ভালোবাসে তাদের এই কাজের জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

এইটা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য তাদের কথা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।

কিছু উপায় যেইভাবে আপনি অবদান রাখতে পারেন:

- আপনার বন্ধু এবং পরিবারের কাছে তাদের বই এবং লিফলেট বিতরণ করা।
- ইন্টারনেট এ তাদের খবর প্রকাশ বা শেয়ার করা।
- ইন্টারনেট ওয়েবসাইট তৈরি করা যেখান থেকে এইসব ভালো খবর প্রকাশ করা যায়।
- অন্যদের সাথে এইসব ওয়েবসাইট শেয়ার করা।
- ইমেইল এড্রেস বা লিস্ট।
- এইরকম খবর মসজিদের থাকার ব্যবস্থা করা।
- যেইখানে সম্ভব জনবহুল জায়গায় মানুষের মধ্যে তাদের বই , লেখা , সত্য ঘটনা শেয়ার করা।
- নিরাপদ বা গোপন জায়গায় এর ব্যবস্থা করা যেখান থেকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর ভালো বই লেখা স্টাডি গবেষণা করা যায়।

২০. মুজাহিদ ভাইদের সমর্থন করে ফতোয়া জারি করা:

এখনো ভালো আলেম শেখ আছে যারা সত্য কথা বলতে প্রস্তুত।

এ জাতীয় আলেম বা শেখদের উত্সাহ দেওয়া উচিত জিহাদ এর জন্য সত্য কথা বলার জন্য এবং ভাইদের উচিত এই আলেমদের সমর্থন করা এবং তাদের জানাতে হবে যে তারা তাদের সাথে আছেন।

এই আলেমদেরদের ফতোয়া জনগণের কাছে প্রকাশ বা বিতরণ করতে হবে।

অনেক নতুন ভাই ও বোনেরা আছেন যারা মুজাহিদ ভাইদের সমর্থন করেন কিন্তু তারা সম্পূর্ণ ভাবে সহযোগিতা করতে চান না যতখন পর্যন্ত না তারা দেখেন যে ভালো আলেমরা এই মুজাহিদ ভাইদের সমর্থন দিচ্ছেন।

সর্বশেষ অধিকাংশ জনগণ অনুসারী এবং তারা দেখতে চান যে তাদের ভালো আলেমরা সঠিক পথ দেখাচ্ছেন।

২১. আলেম বা শেখ, ইমামদের সাথে মুজাহিদ ভাইদের খবর শেয়ার করা:

আলেম বা শেখ হলেই যে সে সব কিছু জানবে তা কিন্তু নয়। এই ধরনের প্রবনতা আছে যে কোন ব্যক্তি কোন এক বিশেষ কাজে অভিজ্ঞ এবং সে নিজে সব জানে এই ভেবে অন্য বিষয়ে তেমন আগ্রহ দেখায় না এবং তাই অন্য বিষয় নিয়ে তার ধারণা খুবই কম থাকে। আলেম ও ইমামদের ভালো বিষয় নিয়ে ধারনা দিতে হবে।

শেখ আনোয়ার আল আওলাকি অনেক আলেমদের সাথে কথা বলেছেন কিন্তু তিনি অবাক হয়েছেন যে তাদের মুজাহিদ ভাইদের সম্পর্কে ধারণা খুবই কম। তাদের ধারণা কম যে একটা বিষয় নিয়ে মুজাহিদ ভাইদের কি অবস্থা, মুজাহিদ ভাইদের প্রচারণা এবং মুজাহিদ ভাইদের খবর। ইসলাম এর শত্রুরা ভালো করেই জানে উম্মাহর উপর আলেমদের কত প্রভাব আছে।তাই তারা আলেমদের উপর বিশেষ নজরদারি করে।

ইসলাম এর শত্রুরা এইটা দেখতে খুব ভালোবাসে যে আলেমরা উম্মাহর আসল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ দিয়ে সামাজিক বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকুন ও তর্ক বিতর্ক করুক।

২২. শারীরিক সুস্থতা:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর কাছে দুর্বল মুমিন থেকে উত্তম এবং বেশি প্রিয় এবং উভয়ের মধ্যেই ভাল আছে "(মুসলিম)

- শারীরিক সুস্থতা বা প্রস্তুতি জিহাদের প্রস্তুতির অংশ। জিহাদের জন্য দেহ নির্মাতাদের প্রয়োজন নেই।
- জিহাদের জন্য দরকার মুজাহিদিন যাদের দীর্ঘ সময় ধরে চলার বা হাঁটার ক্ষমতা রয়েছে , দীর্ঘ দূরত্বের জন্য দৌড়ানো (গেরিলা যুদ্ধের জন্য গুরুত্বপূর্ণ),
- পূর্ণবেগে দৌড়ান (শহুরে যুদ্ধের জন্য গুরুত্বপূর্ণ), এবং পাহাড়ে আরোহণ করা।
- মুজাহিদদের ওজন বহন করে উপরে উল্লিখিত কাজ গুলো সম্পাদন করতে সক্ষম হওয়া প্রয়োজন।
- জিহাদ এর দেশগুলিতে যেমন বসনিয়া এবং চেচনিয়া অযোগ্য ভাইয়েরা মুজাহিদীদের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কারণ তারা পুরো গ্রুপকে ধীর বা স্লো করে দিয়েছিল।
- এছাড়াও অযোগ্য ভাইয়েরা সহজেই শত্রু এর হাতে ধরা পড়তে পারে।
- সুতরাং শক্তি ও নমনীয়তার জন্য ধৈর্যশীল ব্যায়ামগুলি ব্যায়ামের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবে।
- এমনকি যদি কোনও মুসলিম লড়াই না ও করে তবুও শারীরিক সুস্থতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, একজন শক্তিশালীব্যক্তি জেল এবং নির্যাতন বেশী সহ্য করতে পারে একজন দুর্বল ব্যক্তির চেয়ে। প্রথমদিকে মুসলমানরা যেহেতু সামরিক জীবনযাত্রায় ছিল, তাই তারা সবসময় ফিট বা রেডি ছিল।

সাহাবী আমর বিন আল আস যিনি উমরের সময়ে মিশরকে মুক্ত করেছিলেন এবং এর গভর্নর হিসাবে ছিলেন তিনি জুমা'তে খুতবাহ বলতেন:" আমি দেখতে চাই না আপনাদের কারো ওজন বাড়ছে আর

আপনাদের ঘোড়ার ওজন কমছে। যদি আমি তা দেখি তাহলে আমি সেই অনুযায়ী আপনাদের বেতন হ্রাস করব"

তাই প্রিয় ভাইয়েরা, সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে অনুশীলন করা একটি উপাসনা বা ইবাদত। আমাদের বোনরাও এর থেকে মুক্ত নয়। তাদেরও সুস্থ বা রেডি থাকা প্রয়োজন এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের হালাল সিস্টেম এর ব্যবস্থা করা উচিত বোনদের অনুশীলনের জন্য।

২৩. অস্ত্র প্রশিক্ষণ:

আজ জিহাদ ফরজ হওয়ায় জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি এবং শরিয়া বিধি অনুসারে:

"একটি বাধ্যতামূলক কাজের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা তার সাথে বাধ্যতামূলক হয়ে যায়"

অস্ত্র প্রশিক্ষণ জিহাদের প্রস্তুতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

আল্লাহ বলেন:আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও , যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদেরকে যুলম করা হবে না।[৮:৬০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন: "শক্তি হচ্ছে তীর নিক্ষেপে দক্ষতা, শক্তি হচ্ছে তীর নিক্ষেপে দক্ষতা (মুসলিম)

বিষয়টি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনার দেশে যদি অস্ত্র প্রশিক্ষণ সম্ভব না হয় তবে আপনার সময় ও অর্থ দিয়ে আপনি যদি অন্য দেশ ভ্রমণ করে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন তাহলে তা খুবই কার্যকরী বা ফলপ্রসূ হবে ইন-শা-আল্লাহ।

২৪. প্রাথমিক চিকিত্সা প্রশিক্ষণ শিখা:

অনেক পরিস্থিতিতে মুজাহিদীনদের হাসপাতালে প্রবেশ এর সুযোগ নেই।এ জাতীয় পরিস্থিতিতে প্রাথমিক চিকিত্সা একমাত্র সময়োপযোগী বিকল্প হয়ে দাঁড়ায় । প্রাথমিক চিকিত্সার পাশাপাশি ভাই-বোনদের যে কোনও মেডিকেল প্রশিক্ষণ নেওয়া দরকার যা জিহাদের কঠোর অবস্থার সাথে প্রাসঙ্গিক বা মুজাহিদ ভাইদের অনেক উপকারে আসতে পারে।

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর অভিজ্ঞ ভাইদের সাথে সমন্বয় করে যেই ভাই ও বোনেরা চিকিৎসা সেবা খাতে নিয়োজিত তাদের একসাথে কাজ করা উচিত।

২৫. জিহাদের ফিকহ শেখা:

জিহাদের ফিকহ শেখার মধ্যে আজ মুজাহিদীনরা যে বিষয়গুলির সম্মুখীন হয় সে বিষয়ে আলেমদের ফতোয়া অন্তর্ভুক্ত যেমন আজকের যুগে জিহাদের এর কর্মকান্ড, দার-উল-হার্ব নিয়ে আলেমদের মতামত, নাগরিকদের ইস্যু এবং সমান্তরাল ক্ষয়ক্ষতি, অমুসলিম সরকারদের সাথে সুরক্ষার চুক্তির বিষয়টি, ইমামের অনুপস্থিতিতে জিহাদ এবং মুসলিম বিশ্বের বর্তমান সরকারগুলির উপর আলেমদের মতামত।এটা ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিহাদের ফজিলত বা ফায়েদা অধ্যয়ন করা বা জানা।

জিহাদ বিষয়ে আলেমদের মতামত এবং চিন্তাবিদদের লেখাগুলিও অধ্যয়ন করা উচিত আজকের জিহাদ এর জন্য।

২৬. মুজাহিদ ভাইদের রক্ষা করা এবং তাদের সহায়তা দেওয়া:

আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সহায়তা করেছে, তারা একে অপরের বন্ধু।" [সূরা আল আনফাল: আয়াত:৭২]

এবং আল্লাহ আরো বলেন:

"আর যারা ঈমান এনেছে , হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত মুমিন , তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয্ক।" [সূরা আল আনফাল: আয়াত:৭৪]

মুজাহিদীনরা যখন বিপদে পড়েন তখন আমাদের তাদের সুরক্ষা দেওয়া উচিত। এটা সত্য যে এই জাতীয় সুরক্ষা অত্যন্ত ব্যয়বহুল বা রিস্কি হতে পারে তবে এটি একটি ত্যাগ যা আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করছি।

তালেবানরা মুহাজির মুজাহিদীনদের নিরাপদ আশ্রয় দেওয়ার জন্য মূল্য দিয়েছিল: তারা তাদের সরকারকে হারিয়েছে। তবে এটি পরাজয় নয় বরং একটি বিজয়, কারণ আল্লাহর দৃষ্টিতে আপনি জয়ী হয়েছেন , কোনো ব্যাপার না পার্থিব ব্যয় যতই হোক,

যদি আপনি আপনার নিজের ধর্ম বা দীনকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকেন এবং আপনি হেরে যান তবুও তা কোনও ব্যাপার নয় এমনকী পার্থিব লাভ কি হলো সেটা ও দেখার দরকার নেই,

আমাদের জন্য আমাদের ঘরগুলো খুলে দেওয়া উচিত আমাদের মধ্যে মুজাহিদীন ভাইদের জন্য এবং তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়ে আমাদের তাদের সমর্থন দেওয়া উচিত।

আমরা কি জানি না যে কেন মদিনার আনসারদেরকে উচ্চ মর্যাদা বা সম্মান দেওয়া হয়েছে?

২৭. আল-ওয়ালা ও আল-বারা আক্বীদার বিকাশ ঘটানো।

আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের প্রতি আনুগত্য এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধের ঘোষণার বিষয়টি ইসলামে সবার যথাযথ মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি।

আল্লাহ বলেন:

"ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, 'তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি; এবং উদ্রেক হল আমাদের-তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন।" [৬০:৪]

আল্লাহ আরো বলেন:

"হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার দীন থেকে ফিরে যাবে তাহলে অচিরেই আল্লাহ এমন কওমকে আনবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুমিনদের উপর বিনম্র এবং কাফিরদের উপর কঠোর হবে। আল্লাহর রাস্তায় তারা জিহাদ করবে এবং কোন কটাক্ষকারীর কটাক্ষকে ভয় করবে না।" [৫:৫৪]

মুজাহিদদের পরিষ্কার বোঝা উচিত এই আয়াত এর অর্থ কি যে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের অনুগত হওয়া এবং শরীয়তের বিপক্ষে থাকা মুশরিক কাফেরদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ঘোষণা করা।

ইবনে তাইমিয়াহ বলেন যে:

"আপনার মুমিনকে ভালবাসতে হবে যদিও সে আপনার উপর অন্যায় করে বা অত্যাচার করে এবং আপনাকে কাফেরকে অপছন্দ করতে হবে এমনকি যদিও তিনি আপনার প্রতি সদয় হন"।

কাফেরদের ঘৃণা আমাদের সামরিক ধর্মের একটি কেন্দ্রীয় উপাদান। আমাদের বুঝতে হবে যে আল্লাহ তাআলা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অন্তরে তাঁর শত্রুদের প্রতি কিছুটা ভালবাসা রয়েছে দেখবেন ততক্ষণ আমাদের বিজয় দান করবেন না।

আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য এবং তাঁর শত্রুদের প্রতি সম্পূর্ণ শত্রুতার আধ্যাত্মিক অবস্থা ছিল তাঁর নবী এবং তাদের অবিশ্বাসী জাতির মধ্যে আল্লাহর ফয়সালার পূর্বশর্ত।

আল্লাহর নবীগণ এবং তাদের সম্প্রদায়ের দ্বারা কখনই বিজয় লাভ করা যায়নি যতক্ষণ না আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য সম্পূর্ণ হয়েছিল এবং কুফরের সাথে তাদের বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়েছিল।

২৮. কারাগারে বন্দি মুসলিম ভাই ও বোনদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পরিপূর্ণ করা:

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: " এবং বন্দীদের মুক্ত কর "(আল বুখারী)

আমাদের আলেমরা বলেছেন যে এটি মুসলমানদের একটি কর্তব্য কারাগারে বন্দি ভাই ও বোনদের মুক্ত করা এমনকি যদিও তাদের সমস্ত অর্থ ব্যয় বা খরচ করতে হয়।

অনেক মুজাহিদ ভাইদের আমরা ভুলে গিয়েছি যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কারাগারে বন্দি এবং দীর্ঘ সময় ধরে কারাগারে বন্দি আছে।

এমনকি সমুদ্র এর দ্বীপপুঞ্জেও এর থেকে রেহাই পায়নি।

কারাগারে বন্দিদের ইস্যু সম্পর্কে আমাদের এই উম্মাহকে সচেতন করতে হবে বা তাদেরকে জানাতে হবে যেন কারাগারে বন্দি ভাই ও বোনদের দ্রুত মুক্ত করা যায়।

কারাগারে বন্দি ভাই ও বোনদের আমাদের দুআ এর মধ্যে রাখা এবং তাদের মুক্তির জন্য লড়াই করা।

২৯. ইন্টারনেট এর মাধ্যমে জিহাদ:

জিহাদের ডাক ছড়িয়ে দেওয়ার এবং মুজাহিদ ভাইদের সংবাদ অনুসরণ করার জন্য ইন্টারনেট একটি দুর্দান্ত মাধ্যম হয়ে উঠেছে এখন।

কিছু উপায়ে ভাই ও বোনরা "ইন্টারনেট মুজাহিদিন" হতে পারেন

নিম্নলিখিত এক বা একাধিক ক্ষেত্রে অবদান এর মাধ্যমে:

- ইন্টারনেট এ ফোরাম তৈরি করা যেইখানে ভাই ও বোনেরা খুব সহজেই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বিষয়ক খবর , বই , আলোচনা ইত্যাদি পড়তে ও শেয়ার করতে পারবে।
- ইমেইল লিস্ট বানানো আগ্রহী ভাই ও বোনদের জন্য
- পোস্ট বা ই-মেইল এর মাধ্যমে জিহাদ বিষয়ক লেকচার এবং খবর অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

- ইন্টারনেট ওয়েবসাইটে তৈরি করা যেইখানে জিহাদ বিষয়ক ভাগ থাকবে যেমন:
    - মুজাহিদ ভাইদের খবর,
    - কারাগারে বন্দি মুজাহিদ ভাইয়েরা,
    - জিহাদ নিয়ে বিখ্যাত আলেমদের মতামত।

৩০. আমাদের সন্তানদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন তারা জিহাদ এবং মুজাহিদদের ভালোবাসে:

আমাদের সন্তানদের ছোট থেকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন তারা বড় হয়ে জিহাদ এবং মুজাহিদ ভাইদের ভালোবাসে। আমাদের উচ্চ জিহাদ ইতিহাস থেকে তাদের বিভিন্ন সত্য ঘটনা জানাতে হবে।

আমাদের উচিত তাদের এমনভাবে গড়ে তোলা যেন তারা বড় হয়ে আলী বিন আবি তালিব, খালিদ বিন আল ওয়ালিদ, আবু উবাইদাহ, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, মুহাম্মাদ আল ফাতিহ, মুহাম্মাদ বিন আল কাসিম এবং সালাউদ্দিন এর মতো হতে পারে।

এই ধরনের সাহাবিদের আমাদের আজকের জিহাদ এর জন্য রোল মডেল বা আদর্শ হিসেবে ধরতে হবে।

একই সাথে তাদেরকে এইটা ও শিখতে হবে যেন তারা ফেরাউন, কারুন এবং আবু জাহেল ও তাদের মত বর্তমান সময়ের ফেরাউন , কারুন ও আবু জাহেলদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় বা জিহাদ করে।

আমাদের সন্তানদের এইটা শিখানো উচিত নয় যে তাদের বলা: ঝামেলা থেকে দূরে থাকো ও ভালো ছেলে এর মত চুপচাপ বসে থাকো বরং তাদের শিখাতে হবে যে: সঠিক ন্যায় সম্মত কাজটি করো যদিও তা তোমাকে ঝামেলা এর মধ্যে ফেলে।

আমাদের সন্তানদের অলসভাবে বসে থাকার চেয়ে সবসময় ভালো কাজের দিকে উত্সাহিত করতে হবে।

আল জুবায়ের বিন আল আওয়াম,(দশ জনের একজন যাকে জান্নাত এর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে দুনিয়া থেকেই).জিহাদ এর ময়দানে যাওয়ার সময় তার ছেলে আব্দুল্লাহ কে সাথে নিয়ে যেতেন যদিও তার ছেলে তখন খুব ছোট ছিলেন।

তবে যেহেতু আবদুল্লাহ তখনও ছোট ছিলেন এবং তাই লড়াই বা যুদ্ধ করতে না পারার কারণে তাঁর বাবা তাকে একটি ছোট ছুরি দিয়েছিলেন যেন তা দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের চারপাশে ঘুরে ঘুরে আহত কাফেরদের খুঁজে তাদের শেষ করে দিতে পারে। আবদুল্লাহ পরে বড় হয়ে এই উম্মাহর এক ভালো বড় যোদ্ধা হয়েছিল।

শারীরিক জিহাদ মূলত পুরুষদের ডোমেনের মধ্যে থাকলেও এখন আমাদের বোনদের "একজন মুজাহিদের জীবন" এর মত চলতে হবে ঠিক যেমন তার মুজাহিদ স্বামী জীবন যাপন করে।

যখন তার মুজাহিদ স্বামী জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ যাবে তাকে সমর্থন করতে হবে, শহীদ বা কারাগারে বন্দি হলে অধিক ধৈর্যশীল হতে হবে।

মদিনার আনসারী বোনদের মত মুজাহিদাহ বোনদের হতে হবে। তারা দেখছিল যে ইসলাম তাদের বাবা , ভাই , স্বামী এবং সন্তানদের নিয়ে নিচ্ছে কিন্তু তারপরেও তারা মুহাজিরীনদের স্বাগত জানিয়েছিল, তাদের বাড়িঘর উন্মুক্ত করে দিয়েছিল মুহাজিরিনদের থাকার জন্য এবং মুহাজিরিনদের জন্য তাদের মাল সম্পদ খরচ করছিল যদিও তারা জানতো এর ফলে তারা দুনায়াবি পরিক্ষার সম্মুখীন হতে পারে।

৩১. বিলাসিতা জীবন থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করা:

শেখ আবদুল্লাহ আজ্জাম বলতেন: "বিলাসিতা জিহাদের শত্রু" । জিহাদ কঠিন এবং এর জন্য ত্যাগ দরকার। সুতরাং বিলাসবহুল জীবন এড়ানো কিছু ব্যক্তি এবং জিহাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা বাধা দূর করতে পারে।

আপনাকে মেঝেতে ঘুমাতে সক্ষম হতে হবে, আপনার মা বা স্ত্রী আপনার জন্য যা রান্না করেন তার থেকে ভিন্ন খাবার খেতে পারার অভ্যাস করতে হবে , ওযু বা গোসলের জন্য ঠান্ডা পানি ব্যবহার করা শিখতে হবে এবং প্রতিদিন গোসল না করলে মন খারাপ করা যাবে না।

যেই ভাই মুজাহিদ হওয়ার স্বপ্ন দেখে তাকে তার ইচ্ছা / বাসনা / আকাঙ্ক্ষা / কামনা কে তার নিয়ন্ত্রন করা শিখতে হবে এবং মনের খারাপ খায়েশ এর বিরুদ্ধে চলতে হবে।

নিজের মতো কিছু অভ্যাস ভাঙার অভ্যাস করতে হবে যেমন নিজেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রেখে এবং রাতে কিয়াম উল লাইল বা তাহাজ্জুদ এর নামাজ আদায় করে । একজন সত্যিকারের মুজাহিদ এই পৃথিবীর সব কিছু ত্যাগ করতে পারে একমাত্র আল্লাহর জন্য।

৩২. বিভিন্ন দক্ষতা শেখা যা মুজাহিদ ভাইদের কাজে আসতে পারে:

জিহাদের ক্ষেত্র বা মাঠ অনেক প্রশস্ত এবং এর জন্য অনেক দক্ষতার প্রয়োজন।

ভাই ও বোনদের এইসব দক্ষতা শিখতে হবে এবং তারপরে সেগুলিকে ইসলামের সেবা করার জন্য ব্যবহার করতে হবে। আমি তাদের "ইসলাম" এর সেবা করার জন্য জোর দিয়ে বলছি কারণ আমরা দেখছি অনেক মুসলমান দাবী করে যে তারা পড়াশোনা এবং ডিগ্রি অর্জন করছে আল্লাহর ধর্ম ইসলাম এর প্রসারের জন্য কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা তাদের পকেট এবং স্বার্থপর মনের খায়েশ এর জন্য সেই পড়াশোনা এবং ডিগ্রি ব্যবহার করে

৩৩. যেই সব দল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর জন্য কাজ করে তাদের সাথে যোগ দেওয়া:

আল্লাহর আইন প্রয়োগ করার জন্য আজ যৌথভাবে মুসলমানদের উপর কাজ করা খুবই জরুরি। যার জন্য ভালো একটি দল এর প্রয়োজন । কিন্তু এখন ইসলাম এর জন্য অনেক দল রয়েছে তাহলে কোন দলে আপনি যোগ দিবেন?

যেহেতু আল্লাহর উপর বিশ্বাস এর পর জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ অনেক বড় একটি আ'মল এবং এখনকার সময়ে খুব দরকার অথচ তারপরও এই আ'মল কে অবহেলা করা হয়, তাই এমন দলে যোগ দেওয়া উচিত যেই দলের প্রথম কাজ হল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

জিহাদের পক্ষে কাজ করে না এমন প্রতিটি ইসলামিক দলে বলার ঘাটতি রয়েছে। ঐইটা এই জন্য কারন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পরে জিহাদ নির্ধারিত হয়েছে, সাহাবারা যেই দলেই ছিল তাদের প্রথম কাজ ছিল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর কাজ চালু ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর সিদ্দিক, উমর ইবনে খাত্তাব, উসমান ইবন আফফান, আলি ইবন আবি তালিব এবং মুয়াউইয়া এর সময়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনীতে আমরা দেখতে পাই যে রাসূল নিজে ১৯ টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং প্রায় ৫৫ টি সামরিক বাহিনী যুদ্ধের জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। এই সব জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর যুদ্ধ করেছেন শুধুমাত্র ১০ বছরের মধ্যে।এরপরে যেইসব মুমিন খুলাফায়ে রাশেদিন এসেছেন তাদের জন্য ও একই কথা বলা যায়।

৩৪. আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি:

মুসলমানদের পরাজয় এর কারণ শত্রুর অধিক শক্তির কারণে নয়, বরং মুসলমানদের দুর্বল ঈমানের কারণে।

আল্লাহ বলেন: আর তোমাদের প্রতি যে মুসীবত আপতিত হয়, তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল । আর অনেক কিছুই তিনি ক্ষমা করে দেন। [৪২:৩০]

সেই জন্য ইমানি শক্তি বাড়ানো প্রয়োজন যেই কোন কঠিন ইসলামী কাজ করার আগে। কারন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামী এক ভারী কাজ করতে যাচ্ছিলেন তাই আল্লাহ তাকে প্রস্তুত হওয়ার জন্য বলেছেন:" হে চাদর আবৃত! রাতে সালাতে দাঁড়াও কিছু অংশ ছাড়া। রাতের অর্ধেক কিংবা তার চেয়ে কিছুটা কম। অথবা তার চেয়ে একটু বাড়াও । আর স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কুরআন আবৃত্তি কর ।নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি এক অতিভারী বাণী নাযিল করছি। "[৭৩:১-৫]

৩৫. অন্যদের সত্য ভালো আলেমদের পথে পথ প্রদর্শন করা:

আমাদের সচেতন হওয়া দরকার যে আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি যখন শেখ বা আলেম "তৈরি" করা যায়।

- মিডিয়া এবং মুসলিম সরকারগুলিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ইসলামের শত্রুরা নির্দিষ্ট কোন ব্যাক্তিকে প্রচার করতে পারে যারা তাদের ইসলামের সৌম্য রূপের প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে বিবেচনা করে এবং ফলস্বরূপ, তাদেরকে সেলিব্রিটিতে বা সবার কাছে ফেমাস / বিখ্যাত রূপে পরিণত করতে পারে।
- একটি নির্দিষ্ট মুসলিম দেশে গ্র্যান্ড মুফতী পদে একজন ব্যক্তিকে নিয়োগের মাধ্যমে তাত্ক্ষণিকভাবে ঐই ব্যক্তিকে একটি বিশ্বমানের পণ্ডিত / আলেম বা শেখ হিসাবে সবার কাছে পরিচিত করতে পারে।
- টিভিতে বা রেডিওতে কোনও ব্যাক্তির প্রোগ্রাম এর ব্যবস্থা করার মাধ্যমে সেই পণ্ডিতকে বিখ্যাত করে তোলা যায়।

অন্য দিকে ভালো সত্য শেখ আলেমদের ভয় দেখিয়ে চুপ থাকতে বাধ্য করা হয়, কারাগারে বন্দি করে রাখা হয় বা তাদের সবার অজান্তে হত্যা করা হয়। মিডিয়া এইসকল ভালো আলেমদের অবহেলা করে এড়িয়ে চলে যার কারণে অনেকেই এদের চিনে না।তার মানে এই নয় যে এইসব ভালো আলেম সরকারি নিয়োগ দেয়া আলেমদের থেকে কম জানে।

প্রকৃত পক্ষে সত্য হল এই সব আলেম সরকারি নিয়োগ দেয়া আলেমদের থেকে অনেক বেশি ভালো জানেন সেই জন্য সত্য কথা বলতে ভয় পান না এবং সত্য কে সত্য রূপে সবার কাছে তুলে ধরেন।

এইজন্য এইটা আপনার আমাদের দায়িত্ব অন্য ভাই ও বোনদের এইসব অল্প কিছু ভালো আলেমদের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া, তাদের লেকচার, বই শেয়ার করা ,যেন মানুষ এই ভালো আলেমদের জানতে পারে , চিনতে পারে।

৩৬. হিজরত করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া:

অমুসলিমদের মধ্যে বসবাসকারী মুসলমানরা কুফফারের কাছে করুণার পাত্র হিসেবে আছেন।

যখন মদীনায় ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের মধ্যে মুসলমানদের বসবাসকে বেআইনি হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। সুতরাং সুযোগ এলে মুসলমানদের হিজরত এর জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত।

হিজরতের প্রস্তুতি কেবল অমুসলিম দেশে বসবাসকারী মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় তবে প্রত্যেক মু সলিমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কারণ আজকের যুগে অনেক ক্ষেত্রেই জিহাদ এর জন্য অনেক ভাই ও বোনদের হিজরতের প্রয়োজন।

এই কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যতক্ষণ লড়াইয়ের শত্রু থাকবে ততক্ষণ হিজরত থামবে না" [আহমেদ]

৩৭. মুজাহিদ ভাইদের ভালো, উপকারী পরামর্শ দেওয়া:

মুজাহিদীনরা ও ভুল করে এবং ত্রুটি রয়েছে তাই নসিহাহ বা উপদেশ দেওয়া দরকার।

আপনি তাদের কাছে সরাসরি নসিহত, পরামর্শ, উপদেশ দিতে পারেন, আপনি এটি পাঠাতে পারেন , এবং আপনি আপনার নসিহত, পরামর্শ, উপদেশ ইন্টারনেটে পোস্ট করতে পারেন;

আপনি যেভাবেই নসিহত, পরামর্শ , উপদেশ দেন না কেন, আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে যে আপনি এটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করছেন এবং আপনার ভাই এর সমালোচনা করার জন্য না।

নসিহত, পরামর্শ, উপদেশ শুধু মুজাহিদ ভাইদের ত্রুটি ধরার জন্য নয় বরং মুজাহিদ ভাইদের নতুন নতুন কার্যকরী ধারণা দেওয়া এবং তাদেরকে কোন বিপদ সম্পর্কে আগে থেকে সতর্ক করে দেওয়া।

৩৮. ফিতান এর হাদীস পড়া বা গবেষণা করা:

ফিতানের হাদীস (ফিতনার বহুবচন) যেই হাদীস সমূহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের পরে যে ঘটনা ঘটবে সে সম্পর্কে বলে গিয়েছেন। ফিতনা শব্দের অর্থ "পরীক্ষা"।

নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য ফিতানের হাদীস অধ্যয়ন করা গুরুত্বপূর্ণ:

* এই বিভাগে প্রচুর হাদীস রয়েছে যা এর গুরুত্ব সম্পর্কে ভালো ধারনা দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তৃতা দ্যোতক অর্থবহ এবং সংক্ষিপ্ত ছিল।

তারপরও বর্ণিত আছে একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সাহাবীদের সাথে ফজর থেকে একটানা কথা বলছিলেন ইশা পর্যন্ত কোন বিরতি না নিয়ে শুধু সালাহ এর সময় ব্যতীত ।

বিষয়টি কী ছিল?তাঁর মৃত্যুর পর পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত এই উম্মাহর উপর যেইসব ফিতনা বা পরিক্ষা আসবে।

যদি এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ না হত তবে কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা দিন এ নিয়ে কথা বলেলেন ?সাহাবারা ফিতান সম্পর্কে জানার আগ্রহী ছিলেন এবং আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাসা করতেন কীভাবে সেইসব ফিতনা থেকে নিজেদের রক্ষা করা যায়।

ফিতানের হাদীস শিখতে ও শেখাতে মুজাহিদীনদের জন্য অনেক অনেক সুবিধা রয়েছে:

- সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা হ'ল এইটা শিখা যে কীভাবে নিজেকে এইসব ফিতনাহ পড়ার হাত থেকে রক্ষা করা যায়।
- মুসলিমরা একটি ভালো ধারনা পাবে যে উম্মাহ কোথায় যাচ্ছে এবং কীভাবে চললে বিজয় অর্জন করা সম্ভব।
- · এই উম্মতের ইতিহাসে জিহাদ একটি প্রধান বা বড় ধরনের ভূমিকা পালন করেছে । ফিতানের হাদীস সম্পর্কে শিখা জিহাদকে তার সঠিক দৃষ্টিকোণে রাখে। শেষ সময়ে এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ দুই নেতা জিহাদের পুরুষ হবে : আল মাহদী এবং মরিয়মের পুত্র ইসা।

- ফিতানের হাদীসগুলি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করে যে এই উম্মাহ বিজয়ের দিকে আরোহণ করবে না নির্বাচন বা শান্তিপূর্ণ দাওয়াহের মাধ্যমে , বিজয় আসবে শুধুমাত্র আল্লাহর পথে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ লড়াইয়ের মাধ্যমে।
- ফিতানের হাদীস সমূহ অধ্যয়ন এবং জিহাদের ভূমিকা দেখে একজন মুসলমানের দৃষ্টি পরিষ্কার হয় এবং তাকে মুজাহিদীনদের সাথে যোগ দিতে উৎসাহিত করে।

৩৯. ফেরাউন ও তার যাদুকরদের মুখোশ উন্মোচন করে দেওয়া।

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান সরকারগুলি ফেরাউনের ভূমিকা পালন করছে মুসা এর সাথে এবং ভন্ড বা নকল আলেমদের আদালত জনগণকে ধোকা দেওয়ার ক্ষেত্রে ফেরাউনের যাদুকরদের ভূমিকা পালন করছেন।

সরকার এবং তাদের ভন্ড বা নকল আলেমদের আদালত উম্মতের শত্রু ক্রুসেডার ও ইয়াহুদ এর সাথে ত্রিভুজটির একটি।

৪০. নাশীদ:

মুসলমানদের জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর জন্য অনুপ্রাণিত করা দরকার। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সময়েদের কবিতা ছিল যার দ্বারা মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করা হতো এবং কাফেরদের মন দুর্বল করতে কবিতা ব্যবহার করা হত।

আজকের যুগে নাশিদ সেই ভূমিকা পালন করতে পারে। একটি ভাল নাশিদ এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যেতে পারে যে এটি আপনার শ্রোতার কাছে একটি বক্তৃতা বা একটি বই এর মাধ্যমে পৌঁছানো সম্ভব না। নাশিদগুলি বিশেষত তরুণ, যুবকদের জন্য অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোলে, যারা প্রতিটি যুগে এবং সময়ে জিহাদের ভিত্তি।

"জিহাদ" এর সংস্কৃতি তৈরির জন্য নাশীদ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আরবীতে নাশীদের ভান্ডারর পরিমাণ প্রচুর তবে ইংরেজিতে খুব কম। তাই এটি প্রতিভাবান কবি এবং প্রতিভাবান গায়কদের এই গুরুত্বপূর্ণদায়িত্ব নিতে হবে।

নাশীদগুলি এই বিষয় কভার করতে পারে যেমন:

শহীদ এর মর্যাদা, জিহাদ আমাদের একমাত্র সমাধান, মুজাহিদীনদের সমর্থন করে, বর্তমান সময়ের জিহাদ এর নেতা বা আমিরদের সমর্থন করে (তরুন বা যুবকদের তাদের সাথে সংযুক্ত করতে), উম্মাহর পরিস্থিতি, যুবসমাজ এর দায়িত্ব, ইসলামের বিজয় এবং ধর্মকে রক্ষা করার বিষয়।

নাশিদের উচিত ন্যায় , বিচারের দিকে মনোনিবেশ করা, শুধু শান্তির দিকে নয় এবং শক্তির দিকে মনোযোগ দেওয়া, দুর্বলতার দিকে নয়। নাশীদগুলি শক্তিশালী এবং উত্থাপিত হওয়া উচিত, ক্ষমা ও স্ত্রীলিঙ্গ এর বিষয়ে এড়িয়ে চলা উচিত।

৪১. ইসলামের শত্রুদের অর্থনীতি বয়কট করা:

যখন থুমামা বিন আথাল মুসলিম হয়েছিলেন তিনি মক্কায় গম বহনকারী কাফেলাদেরকে তার জমির উপর দিয়ে যেতে বাধা দিয়ে কুরাইশকে বর্জন করেছিলেন।

আজ মুসলমানদের উচিত ইসলামের শত্রুদের পণ্য বয়কট করে শত্রুদের অর্থনীতি শক্তিশালী হতে সাহায্য না করা এবং মুসলমানদের পন্য কিনে মুসলমানদের অর্থনীতি শক্তিশালী হতে সাহায্য করা।

৪২. আরবি ভাষা শিখা:

আরবি ভাষা হ'ল জিহাদের জন্য আন্তর্জাতিক ভাষা। জিহাদ এর সাহিত্যের বেশিরভাগই কেবল আরবিতে পাওয়া যায় এবং প্রকাশকরা এটি অনুবাদ করার ঝুঁকি নিতে রাজি হন না।

শুধু পশ্চিমা কাফের বা তাদের গোয়েন্দা সংস্থা অর্থ এবং সময় খরচ করে জিহাদ এর সাহিত্যের অনুবাদ করছে তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য এবং খুবই খারাপ যে তারা এইসব অনুবাদ আপনার সাথে শেয়ার করবে না।

প্রত্যক জিহাদ এর মাঠে ভিনদেশী মুজাহিদ ভাইদের মধ্যে আরবি ভাষা বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকে তাই আরবি ভাষা ছাড়া আপনাকে হয়তো আপনার সাথেই কথা বলতে হতে পারে।

মুজাহিদ ভাইদের জন্য এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের মধ্যে যোগাযোগ এর জন্য একটি কমন ভাষা থাকা দরকার এবং এই কমন ভাষা এর জন্য আরবি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হওয়ার দাবি রাখে।

৪৩. জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর বই, লেকচার , সাহিত্য অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করা:

যেমনটি আমি পূর্বের পয়েন্টে বলেছি যে জিহাদ এর সাহিত্যের বেশিরভাগটি আরবি ভাষাতে রয়েছে।

ভাই ও বোনেরা যারা আরবি ভাষা ছাড়াও অন্য বিদেশী ভাষায় কথা বলেন তাদের জন্য কাজ হলো জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই লেকচার সাহিত্য তাদের নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করা।

প্রতিটি আন্দোলন এর পরিবর্তনের শুরু হয় কোন ভালো উপাদান এর মাধ্যমে।

এইটা বলা হয়ে থাকে যে সালাউদ্দিন এর সময়কে প্রস্তুত করা হয়েছিল জিহাদী বই পুস্তক অভ্যুত্থান এর মাধ্যমে। আমরা আজ এটি হতে দেখছি।

জিহাদের এই পুনরুজ্জীবন প্রতিটি মুসলমানদের মধ্যে হওয়া দরকার।

৪৪. আল তাই 'ফাহ আল মনসুরার বৈশিষ্ট্য, গুন সম্পর্কে অন্যদের শিক্ষা দেওয়া।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমার উম্মতের মাঝে একটি দল যুদ্ধ করতে থাকবে, আল্লাহর হুকুম মানবে, তাদের শত্রুদের পরাজিত করবে এবং যারা তাদের বিপক্ষে থাকবে কেউ তাদের ক্ষতি করতে পারবে না কেয়ামত হওয়া পর্যন্ত। [আল হাকীম এবং তিনি বলেন এই হাদীস টি সহীহ]

এই হল সেই বিজয়ী দল যেই দলে যোগ দেয়ার জন্য আমাদের প্রত্যেকের উচিত সংগ্রাম বা যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

আপনি এই বিজয়ী দল কে চিনতে পারেন যেইসব গুনাবলী দেখে তা হলো:

- তারা একটি "দল": তারা সম্মিলিতভাবে কাজ করে এবং ভাল কাজের জন্য সহযোগিতা করে।
- জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ: এই দলের প্রধান গুনটি হলো তারা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ করে। শুধু এই একটি মাত্র গুন আজকে যুগে অনেক ইসলামী দলকে এই বিজয়ী দল হওয়ার থেকে বাদ দেয় কারন তাদের মধ্যে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ নেই।
- যারা তাদের বিপক্ষে থাকবে কেউ তাদের ক্ষতি করতে পারবে না: এর কারণ তাদের সাথে আল্লাহ আছেন।
- আমি একটি ইংরেজী নাশিদ শুনেছি এবং যদিও গায়কটি পুরুষ ছিল কিন্তু ভয়েস এবং বিষয়বস্তু এমন মেয়েলি ছিল যা বিরক্তিকর। তিনি যা গাইছিলেন তার সমস্তই অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে :"যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে তারা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না" যার অর্থ হলো অনেক মুসলমান তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তবুও, এটি তাদের ক্ষতি করবে না।
- "তারা বিজয়ী": এখানে বিজয় এর অর্থ এই নয় যে দুনিয়ায় তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় এটি আবশ্যক, এর অর্থ হ'ল তারা মারা যাওয়ার এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়ার আগ পর্যন্ত ধর্মকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে সফল হবে এবং এর জন্য লড়াই করবে। এর অর্থ তারা ইসলামের ব্যানার বহন করতে কখনই হাল ছাড়বে না, আপস করবে না বা পিছুপা হবে না।
- আল তায়েফাহ মনসুরাহ সম্পর্কে অন্যকে শিক্ষা দেওয়া তাদের সত্য খুঁজে পেতে সহায়তা করবে।

যে কোন মুসলমানের যদি কিছু সাধারণ জ্ঞান থাকে ইসলাম সম্পর্কে ,সাধারণ বুদ্ধি, তারা তাকলীদ (অন্ধভাবে) ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক গোষ্ঠী ,দল বা শেখ, আলেমদের অনুসরণ করা থেকে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে চিন্তা করে তাহলে তারা সহজেই চিনতে পারবে যে কোন দলগুলির মধ্যে আজ এই বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের গ্লাভস এর মতো ফিট করে।

তাই ভাই ও বোনেরা, আপনি কীভাবে আজকের দিনে জিহাদকে সমর্থন করতে পারেন সে সম্পর্কে এখানে কিছু পরামর্শ বা ধারণা ছিল ।এ কথাগুলি বাস্তবে প্রয়োগ না করা হলে এর অর্থ খুব বেশি নেই। সুতরাং দয়া করে আপনি নিজে যতটা পারেন প্রয়োগ করুন এবং অন্যকেও এটি করার পরামর্শ দিন।

সবশেষে, আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি আমাদের সরল পথে পরিচালিত করতে এবং যারা তার কথা শোনেন তাদের মধ্যে আমাদের রাখেন এবং সেরাদের অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন।

হে আমাদের রব ,আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করি যেন আমাদের মুজাহিদিনদের মাঝে রাখেন এবং আপনার শত্রুদের উপর আমাদের বিজয় দান করুন।

আমীন!

"আনোয়ার আল আওলাকি (রাহিমাহুল্লাহ)"

==========

সফলকাম কারা?

যারা ঈমান এনেছে,দেশ ত্যাগ করেছে
এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে
জেহাদ করেছে,তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর
কাছে আর তারাই সফলকাম।

- কোরআন, সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত-২০